দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR. ৩ 1999
পৃঃ ৭ কলাম ১

134

শিক্ষকদের পার্টটাইম চাকুরী

সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মানিত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিয়ম, অনৈতিক কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। গতকালকের একটি জাতীয় দৈনিকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনৈতিক পন্থায় কন্সালটেন্সী এবং পার্টটাইম চাকুরীর হিড়িক পড়ে গেছে। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এবং নিয়মিত কর্তব্য পাশ কাটিয়ে শিক্ষকরা বাইরের চাকুরীতে বেশী ব্যস্ত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কার্যত ভেঙ্গে পড়ছে এবং শিক্ষার মান দ্রুত নিম্নমুখী হচ্ছে। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেন না, পরীক্ষা নিতে ও উত্তরপত্র দেখতে বিলম্ব ও গড়িমসি করেন এবং এসব কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। অন্যদিকে শিক্ষকদের এই প্রকাশ্য বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কোনো পদক্ষেপ নেয়ার সৎসাহস দেখাতে পারছে না। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে তেমন কোনো বিধান না থাকায় শিক্ষকদের মধ্যে অশিক্ষকসুলভ কার্যকলাপ দিন দিন শুধু বাড়ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাইরে চাকুরীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এবং সেজন্য দেশের সর্বোচ্চ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতিও অত্যন্ত ভয়াবহ এবং আতঙ্কজনক। জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১২০০ শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষক বিভিন্ন এনজিও, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, কনসালটেন্সী প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছেন। তারা এসব চাকুরী করছেন কোনো রকম অনুমতি ছাড়া। এদের অনেকে ছুটির আড়ালে চাকুরী করছেন, ফলে গড়ে শতাধিক শিক্ষক সারা বছর থাকছেন ছুটিতে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার অসত্য তথ্য জানিয়েও দেশের ভেতরে সর্বক্ষণিক চাকুরী করছেন অনেকে শিক্ষক। প্রায় সকল বিভাগ ও অনুষদের শিক্ষকরাই এভাবে বাইরের চাকুরীতে বেশী ব্যস্ত থাকায় শিক্ষার মানই শুধু নিম্নমুখী হচ্ছে না, প্রশাসনিক এবং নিয়মিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। একটি ঘটনায় জানা গেছে, নৃবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক কনসালটেন্সী নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে, দেড় বছর পর্যন্ত তিনি পরীক্ষার খাতা জমা দিতে পারেননি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলও আটকে গিয়েছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অন্য বিষয়টি হলো, এত বড় অন্যায় ও অপরাধের জন্যও উক্ত শিক্ষককে শাস্তিকবলিত হতে হয়নি। বরং দু'বছর পর্যন্ত খাতা দেখতে দেয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষ তার জন্য বাইরের চাকুরী করাকে আরো সহজ করে দিয়েছে। অবনতিশীল পরিস্থিতির অন্য একটি দিক প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকদের মধ্যে গবেষণা কাজে মারাত্মক অনাগ্রহ ও অসফলতা প্রাধান্যে এসেছে। শিক্ষকরা আগে নিয়মিতভাবে গবেষণা করতেন এবং অনেক গবেষণা কাজই আলোচিত, প্রশংসিত এবং প্রকাশিত হতো। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শিক্ষকরা ছাত্র পড়ানোর দায়িত্বে ফাঁকি দেয়ার পাশাপাশি গবেষণা করার অত্যাবশ্যকীয় দিকটি থেকেও পিছিয়ে পড়েছেন। তারা বেশী ব্যস্ত রয়েছেন অর্থ-বিত্ত নিয়ে এবং এজন্য বেআইনী ও অনৈতিক পথে পা বাড়াতেও তারা সামান্য দ্বিধা করছেন না।

আমরা মনে করি, যে কোনো মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এ ধরনের অবৈধ চাকুরী করা এবং দায়িত্বের প্রতি অবহেলা দেখানো অত্যন্ত নিন্দনীয় ও লজ্জাকর কাজ। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কথা প্রকাশিত প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা শিক্ষকদের এই অবৈধ ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাই এবং যথাযথভাবে চাকুরীর দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার জন্য তাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই। এ প্রসঙ্গে অর্থ-বিত্তের প্রতি শিক্ষকদের অনিয়ন্ত্রিত আকর্ষণের দিকটিকে আমরা অনেক বেশী নিন্দনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। শিক্ষকতা যে সেবামূলক একটি মহান পেশা একথা যেমন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তেমনি একথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো শিক্ষককেই অনুরোধ জানিয়ে কিংবা হাতে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে নিয়ে আসা হয়নি। দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সবকিছু জেনে-শুনেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী নিয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে সম্মানজনক চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার পর বাইরের কোনো চাকুরী নিয়ে ব্যস্ত থাকার নৈতিক ও আইনগত কোনো অধিকার তাদের নেই এবং থাকতেও পারে না। বেশী অর্থের জন্য ছুটতে চাইলে তাদের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে ইস্তফা দেয়া, সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মান বাঁচানো এবং তারপর বাইরে গিয়ে গোলামিতে নিযুক্তি নেয়া। আমরা আশা করি, বাইরের চাকুরীতে নিয়োজিত শিক্ষকরা অনতিবিলম্বে অবৈধ ও অনৈতিক পথ থেকে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনে ফিরে আসবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও এ জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে শাস্তিমূলক বিধান সংযোজন করতে হবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত শিক্ষামুখী সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে এ ধরনের বিধান এখন অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি।